

রবিবারের চিঠি

দিগন্ত বড়ুয়া

কাকের মাংস কাকে খায়না কথাটা সত্যি না। পুরোদমে মিথ্যা প্রমাণিত হলো আরো একবার। গত সপ্তাহ দুই আগে বোধ হয় কোন এক দৈনিক অনলাইন কাগজে দেখেছিলাম বাংলাদেশের কোন এক গ্রামে নাকি কাদিয়ানিদের ছোট্ট একটি গ্রামের মানুষজনকে বাড়ী থেকে বের হতে দিচ্ছে না। তাদের মসজিদে যেতে দিচ্ছে না, তাদের মৌলবীকে মারধর করেছে নাকি মেরে ফেলেছে এই রকম কিছু। অলসতার জন্য আর পেছনের সংখ্যাটায় গিয়ে খুজছিলাম। তবে কথাটা এই রকমই মনে পরে। তারপর আজ, কাল, পরশুর কাগজেও দেখলাম ঢাকায় আহমদিয়া মসজিদ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই তাদেরকে আমি যে নামে চিনি তারা হলো "যোশ ওয়ালা এছালামী জন্ত বাহিনী"। কাদিয়ানি হোক আর আহমদিয়া হোক তারা বা তাদেরকে আমরা মুসলিম বলেই জানতাম। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কঠিন বাস্তব জাত প্রথা যে মুসলিম সমাজেও পরিপূর্ণ বিদ্যমান তা কখনো আমার জানা ছিল না। আমার ব্যক্তিগত কথা, আমি লেখক নই। তাই আমার অনেক কিছু জানা না থাকাই স্বাভাবিক। আর তা ছাড়া আমি আগেও বলেছি, আমি জানি খুব কম। আমার কথা বাদ দেই। ভিন্নমতে গত এক বছরে কম করে বেশ কটি লেখা আমার চোখে পরেছে বলে মনে পরে। লেখাগুলোতে হিন্দুদের বর্ণ/জাত প্রথা নিয়ে একচোট দেখে নেয়ার নিমিত্তে লেখা ছিল। কিন্তু সেই লেখকেরা একটু বেরিয়ে এসে আমার এই কথাটি একটু পড়ে দেখবেন কি? মুসলিমদের ধর্মে বর্ণ/জাত প্রথা না থাকলে কাদিয়ানিরা বাড়ী থেকে বের হতে পারেনা কেন? আহমদিয়া মসজিদ দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে কারা? সবাই যদি মুসলিম হয় তবে এই দশা কেন? হিন্দুরা জাত প্রথায় কেউ অচ্যুত, আর মুসলিমদের জাত প্রথায় মারামারি। কাড়াকাড়ি। মূল বিষয়টা কি দাড়ালো? ওই একই জাত প্রথা।

এই বিষয়ে আমাকে কেউ "এই ফাকে ভোঁ, ঐ ফাকে চোঁ" করে কিছু শেখাতে আসবেন না। কেননা এই সমস্যার সমাধানে যেমন পৃথিবীর কোন মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি এই জাত প্রথাকে ও অস্বিকার করার মতো কোন কারণ কেউ দাড়া করতে পারবে না। কাগজে এই বিষয়ে লেখা দেখে আমি তিন জন শিক্ষিত মুসলিমের সাথে কথা বলে দেখেছি। তাদের কেউ আমাকে তেমন ভালো উত্তর করতে পারেন নাই। কেউ বলেছেন কাদিয়ানি বা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের মধ্যেই নিজেরা নিজ নিজ গোত্রে বিয়ে শাদি করেথাকে। আমি বললাম তা যদি হয়তো তবে আপনারা আর হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আপনাদেরও তো পুরোপুরি জাত প্রথা বিদ্যমান। আপনাদের ধর্মের নাম এছালাম না দিয়ে ইসলামের ই নিয়ে হিন্দু রাখেন। এই লোক খেক খেক করে হেসে আমাকে বলল ভাই আপনাকে বুঝানো যাবেনা। আমি বললাম একটু নাহয় বুঝানোর চেষ্টা করুন না আজকে। সে বলে উঠলো এছালাম সম্পর্কে আপনাকে পড়তে হবে, তার পরই জানবেন। আমি বললাম আমি যত টুকু পড়েছি তার থেকে কয়েটা কথার উত্তর দিনতো। আপনাদের মহাম্মদ ৭৮ বার যুদ্ধ করেছিল। একবার করেছিল নাকি জীবন

বাচাতে। তা যদি হয় তো বাকী ৭৭ বার যুদ্ধ করেছিল মানুষ মারতে। শিশু থেকে নাবালিকা বুড়ি হেন কেউকে বাকী রাখে নাই যে বিয়ে করেনাই। তো তাকে সেই প্রাচীন আমলে ভায়াগ্রা কে দিয়েছিল এই শিশু মহিলাদের সাথে কামে লিপ্ত হতে? আর একটা কথার উত্তর দেন তো, আপনি না হয় স্বর্গে গিয়ে হুর পরি নিয়ে মস্তি মারবেন। কিন্তু আপনার মা ও বোনে মরার পর কার সাথে মস্তি মারবে সারা জীবন আল্লা বিল্লা করে। তারা সারা জীবন আল্লা বিল্লা করেও কি মরে আবার কারো ভোগের বস্তুতে তথা হুর পরীতে পরিনত হবে ? আর সেই হুরপরীর সাথে আপনি ও আপনার বাবা ভাই মিলে একটু মজা করবেন? কিন্তু তারা যে হুরপরী হবে তারওতো কোন নিশ্চয়তা দেখছি না। কেননা, তারা এই জীবনে আপনাদেরকে জন্ম দিয়েছে। তাদের শরীর ভোগ ব্যবহার করেছেন আপনারা। অপর দিকে আপনারা স্বর্গে একটু আয়েস করবের ব্রাড নিউ হুরপরী নিয়ে। তাহলে আপনার এই জন্মদাত্রী মা ও বোনেরা যাবেটা কোথায় ? (আমার ভাষায় লিঙ্গান্তর করলে মহিলা যদি পরী হয় তবে পুরুষ হবে পইইরা) তো আপনার মা বোনদের জন্য স্বর্গে কি কোন ব্রাড নিউ পইইরা অপেক্ষায় আছে? তার মুখে আর কোন কথা না দেখে আমি বললাম লেখকেরা মনের মাধুরী মিশিয়ে একটা গল্প উপন্যাস রচনা করে। ঠিক একজন সবচেয়ে পবিত্র জ্ঞানী মানুষ একটি ধর্ম রচনা করতে পারে। সে যদি হয় যোদ্ধা তবে তার মতবাদ ও হবে সন্ত্রাস, সে কি করে ধর্ম হয় আমাকে বলুন ? আমাকে তখন বলে উঠল ভাই আপনি সব খারাপ দিকগুলোই পড়েছেন বা জেনেছেন। আমি বললাম ভালো দিক কোনগুলো? সে বলে অনেক ভালো বিষয় ও আছে। আমি বললাম ভালোয় খারাপে হলে বুঝেনিতে হবে এখানে কোন গোজামিল আছে। এটা কোন চালাকের তৈরী ফাদ। যেখানে আপনারা বলির পাঁঠা হয়ে কলে মাথা দিয়ে বসে আছেন। আরো বললাম, ধর্ম হবে সেটাই, জেটায় সব ভালো ভালো কথা লেখা আছে, মানুষের কল্যাণের কথা উন্নতির কথা লেখা আছে, লেখা আছে মানব প্রেমের কথা। ভালোবাসার কথা। আর আপনারটায় লেখা আছে কাফেরের কথা। মানে আমাকে ঘৃণা করার কথা। তাই , আমাকে বলবেন না এটা কোন ধর্ম। এটা সন্ত্রাসবাদ। এবার বেটা আর থাকতে চাইল না। বললো, এবার যাই। আমি বললাম আর একটু বসুন। অন্য কথা বলতে বলতে তার হাতে দিলাম এক সজোরে খামচি। খামচি খেয়ে বলে উঠলো, উহ.. আমি বললাম কি লেগেছে ? সে বললো লাগবে না, এত্ত জোরে খামচি দিলেন। আমি বললাম এবার বুঝেন, আপনার মত আমি ও এক মানুষ। আমাকে ও এই খামচিটা দিলে লাগে। আমি ব্যথা পাই। কষ্ট পাই। আর এই ভাবেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু, জাতীগোষ্ঠিকে দিনের পর দিন খামচি দিচ্ছেন আপনার শাস্তির এছালাম দিয়ে। এই ভাবেই কাদিয়ানি ও আহামদিয়াদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন। মানুষ হোন তো বুঝুন। শিখতে চেস্টা করুন। মানুষের কাজে লাগুন।

কেউ বলেছেন তারা সঠিক ভাবে আল্লারে ডাকছেন। আর একজন বলল তারা এই নবীরে মানে না ওই নবীরে মানে না। আমি বললাম কে কোন নবীরে মানলো তাতে আপনার বাপের কি ? তখন আর তার মুখে নবী মার্কী কথা বার্তার খৈ ফুটছে না দেখে আমি নিজে বলে উঠলাম দুর শালা, আপনাদের পুরো দলটাই একটা মৌলবাদী চক্র। এটা কোন ধর্ম

হতে পারেনা। সারাক্ষণ মারামারি কাটাকাটি নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকেন। মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিতে চান না। তখন সে বলল কি করে বুঝাই বলুন, এছালাম এমন এছালাম তেমন করে ফিরিস্তি শুরু করেছিল। আমি বললাম কাদিয়ানীদের ঘর থেকে বের হতে না দেয়া আর আহামদিয়াদের মসজিদ দখল করা এটা কোন পদের শান্তিতে পরে আপনার মতে? আর আমরা সংখ্যালঘুদের প্রতিদিন নির্যাতন করা এটা শান্তির কোন স্তরে পরে? এর সাথে সাথে আমি বলতে শুরু করলাম মরে স্বর্গে শত শত হ্র পরীর আশায় বসে বসে বৃথা সময় নস্ট না করে ক্রন্দন রত মানুষের চোখের জল মোছান, ছেড়া শারীটা বদলিয়ে কেউকে একটা নতুন শাড়ী দিন, ক্ষুধার্থকে এক মুঠো ভাত দিন। দেখবেন সব কাজে আসবে। আজগুবী চিন্তা না করে একটা বিষয় দেখুন, মনে করুন আপনি কাজে জান নি একমাস ধরে। তখন কি একমুঠ ভাত আপনার কোন নবী কবি এনে দেবে? সেই ভাত দিতে হবে আমাকেই। আর দশ জন মানুষকেই। তো, এত ফিরিস্তি না দিয়ে আজকের দিনটি নিয়ে ভাবুন। কয়টা ভালো কাজ করেছেন আজকে তা নিয়ে ভাবুন। কালকে আরো কয়েকটি ভালো কাজ করার চিন্তা মাথায় রাখুন। এই ছিল আমার আলাপ সেই তিন জন বাংলাদেশী মুসলিমের সাথে।

এবার এক আফগানি লোকের জীবনের কিছু অংশ বলা জাক, এডু রবিনসন্স। তার দলিল পত্রে ও এডু রবিনসন্স লেখা আছে। এই এডু একসময় মোহাম্মদ রিজা ছিল। বয়স ঠিক জানি না। তবে ৩০ এর নিচে হবে বলে আমার ধারণা। তার মুখেই শোনা কথা গুলো অবিকল লিখতে চেষ্টা করবো। আফগানিস্থানে হাজেরা সম্প্রদায়ে তার জন্ম। তার জীবনে শিক্ষা বলতে মাদ্রাসায় গিয়েছিল কয়েক বছর। ছোট বেলায় মাদ্রাসায় যেতে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে তার প্রবল আপত্তি ছিল। তাই তার বাবাকে বলেছিল এমন কোন স্কুল বের করতে তার জন্য যেখানে ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠতে না হয়। সেই জন্য সে বেধরক পেটানি খেত তার বাপের। তার ভাষায় গরুর মতো পেদানি দিত তাকে। পেদানি খেয়ে খেয়ে শিশু বেলায় সে মাদ্রাসায় কয়েক বছর যেতে যেতেই তার মনে এছালাম সম্পর্কে প্রবল ঘৃণা জন্মে। তার আশে পাশে যে কয়জন সাধারণ স্কুলে যাবার সুযোগ পেয়েছিল তাদের চেয়ে সে অনেক কিছু কম জানে বলে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ তার বাপের প্রতি। এভাবেই সে বড় হতে থাকলো। তখন সে সদ্য যুবক। একদিন কোন এক এছালামী পার্বনের দিনের আগের রাতে তার নিকটস্থ মসজিদের ইমাম নাকি কিছু টিকিট নিয়ে হাজির। বলছে এই টিকিট কিনলে স্বর্গে যেতে পারবে। এটা স্বর্গে যাবার টিকিট। এই টাকা কোথায় যাবে? এই টাকা দিয়ে মসজিদের সংস্কার করা হবে। এডু জানতো এই রকম একটা প্রবাদ তার এলাকায় প্রচলিত দীর্ঘ দিন ধরেই। সে ভাবলো এই কৌতুক নিয়ে এই বেটা সত্যি সত্যি তো একটা ব্যবসা শুরু করেছিল। তখন তার সদ্য যুবক মনে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ও কিছু কাগজের টিকিট বানিয়ে তারও কিছু বন্ধু নিয়ে মসজিদের বাইরে বেচার জন্য বলাবলি শুরু করেছিল। তার টিকিটের উদ্দেশ্য ভিন্ন। ইমাম বেচতেছে স্বর্গে যাবার টিকিট। আর এডু বেচতেছে নরকে যাবার টিকিট। তারতো কোন বেচা কেনা হলো না, উপরন্তু অনেকের গালাগাল ও মার খাবার অবস্থা। তখন সে উপায় না দেখে সেই মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে বলল আপনার কাছে স্বর্গে যাবার

টিকিট যখন আছে তখন নরকে যাবার টিকিট ও পাওয়া যাবে নিশ্চয়। আমি নরকে যাবার সব টিকিট কিনতে চাই। তাহলে সারা পৃথিবীর আর কেউকে নরকে যেতে হবে না। সবাই স্বর্গে যাবে। সেইদিন সে মৌলবাদীদের বেধম পৈদানি খেয়ে গ্রাম থেকে পালায়। তারপর অনেক কাঠ খড় পুরিয়ে এখন এই দেশে। এসেই সে জীবনের স্বাধ পায়। নতুন ভাবে জীবন শুরু করার পথ খুজতে থাকে। পড়ালেখা শুরু করে দেয়। এক সময় সে যোশের আড়াল থেকে বেড়িয়ে পরে। হয়ে যায় এডু রবিনসন্স। তার শেষ কথায়, মাদ্রাসায় গিয়ে পড়তে থাকলে একদিন বড় হুজুর হতে পারতাম। দুই চার হাত লম্বা দাড়ি রেখে সাধারণ মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি মারমুখো করে তুলতে পারতাম। দা ছুরি বল্লম কাফির নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। জীবন যে কি জিনিস তা জানতাম না। পড়তে পারতাম না রাজনীতি সমাজনীতি ইতিহাসের বই। জানতাম না একাউন্টিং, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান কি, জানতাম না পৃথিবী সৃষ্টির আসল রহস্য কি? বুঝতে পারতাম না মানবতাবাদী মানুষেরাই এই পৃথিবীর স্রেষ্ঠ সন্তান। আমার বাপের কথা অনুযায়ী চলে আল্লা বাহিনী যে এক সন্ত্রাসী বাহিনী তা হয়তো কোনদিন জানা হতো না।

রুদ্দ, নিত্যানন্দ, নসু বেপারি, উন্মাদ। আপনাদের লেখায় প্রমাণ করে আপনাদের পাণ্ডিত্য। এছাড়াও আরও অনেকে আছেন বেশ ভালো লিখেন। আপনাদের সুলেখা পাঠে অনেক কিছু জানতে পারি। বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব মানুষের জন্য আরো বেশী করে মেলে ধরুন আপনাদের জ্ঞানের ভান্ডার। আমার পেছনে লাগার মানুষের অভাব হবে না। হচ্ছে না। পুতুল নাচে সুতার জোরে। ঠিক সুতাটা ধরে টান না দিলে তো পুতুল নাচে না ঠিক ভাবে। হয়তো আমি ঠিক সুতাটা ধরেই টান দিয়েছি। আর পুতুলেরাও নাছে। এই নর্তক এছালামী পুতুলদের একটিরও যদি কোনদিন সৎ জ্ঞান জন্মে তো সেই হবে অনেক।

মিঃ রুদ্দের আজকের লেখাটায় পড়লাম উনার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আল্লারে বানাইছে কেডা? এই কথাটা পড়ে আমার মনে জমে থাকা পুরানো একটি প্রশ্ন বার বার ঘুরপার খাচ্ছে। তাই প্রশ্নটা আজকে করতে চাই। আল্লারে কে বানিয়েছে সে নাহয় অন্য দিন জানবো কিন্তু আগে জানতে চাই আমার প্রশ্নটার উত্তর। বৌদ্ধ ধর্মের জনক বুদ্ধ একজন পুরুষ। খৃস্টান ধর্মের জনক ও একজন পুরুষ। ঠিক অন্যান্য সব কটি ধর্মের জনকেরা পুরুষ। এবং কোন কোন কোন ধর্মে মহিলা দেবী যারা আছেন তাদেরকে আমরা সবাই পরিস্কার ভাবে জানি মহিলা। লিঙ্গের পরিচ্ছন্ন উল্লেখ পাই। ইসলাম ধর্মে মোহাম্মদ প্রচারক একজন পুরুষই জানি। কিন্তু আল্লাটা কে? সে মহিলা না পুরুষ নাকি হিজরা। অথবা জানতে চাই এই আল্লা কি পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ নাকি উভয়লিঙ্গ? নেটেতো গভায় গভায় এছালামী লেখিয়ে বাহিনী। তারাও তো কোন দিন লিখতে দেখি নাই আল্লা পুরুষ না মহিলা?

এখন আমি লেখা শেষ করবো। তার আগে একটি কথা আবারো বলি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সমস্যা রাজনৈতিক নয়। এটা ধর্মীয় সমস্যা। এই সমস্যার সৃষ্টি এছালামী যোশ বাহিনী বা এছালামী জন্ত থেকে। এই জন্তবাদের সৃষ্টি তাদের ধর্ম থেকে। এই ধর্ম

সংশোধন করা দরকার। অনেক প্রগতিশীল মুসলিম লিখছেন। কিন্তু তাদের লেখায় তেমন জোর দেখিনা। হয়তো ভয়ে পিট প্রাণ ও গলাটা বাচায়। কিন্তু কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয়। কিন্তু সুন্দর সৃষ্টির জন্য কোমর বেধে মাঠে নেমে গেলে অজ্ঞ ও ভীতুরা পিছু হটতে বাধ্য হবে। তাদের দরকার কোমর বেধে প্রচারনায় নামা। তাদের নিজেদের সমাজের সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা। সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করা। এই ভাবে কোমর বেধে না নামলে দেশে আরো নৈরাজ্য হবে, আরো হানা হানি হবে, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সমস্যা বর্তমানের চেয়েও অনেক বেশী প্রকট হবে। অশান্তি লেগেই থাকবে। কেননা মানুষ নামক প্রাণীটাকে প্রগতির দিকে টেনে আনা খুব সহজ কাজ নয়। কারণ বছরের পর বছর দেখে আসা ধ্যান ধারণা পথ চলা সেই মানুষ গুলোকে আলোর পথে আনতে স্বজোরে আঘাত করা চাই। মনে করি, কোন এক পেশায় পেশাদার একটি মানুষের সাথে কাজ করছে কিছু অ-পেশাদার লোক। এই অ-পেশাদারেরা যা করছে তা সব আন্দাজের উপর ভিত্তি করে। জেনে কোন কাজ করছেন। আর পেশাদার লোকটি তার পেশাদারিত্ব দিয়ে জেনে শুনেই সেই কাজটি করছে। সে জানে কাজটির শেষে ফলাফল কি হবে বা হয়। কিন্তু অ-পেশাদারেরা জানেনা। এই অ-পেশাদারদের পেশাদারে পরিনত করতে হলে কখনো ভালোবেসে, কখনো ধমক দিয়ে আবার কখনো শাস্তি দিয়ে শেখাতে হয়। কারণ জানেনই তো মানুষ বানরের বংশধর। এই সূত্রে আরো একটি উদাহরণ দেয়া জাক, মনে করি আমরা বেশ কিছু মানুষ মানবতার জন্য বিজ্ঞানের জন্য, বাস্তবতার জন্য যুদ্ধ করছি। আমাদের এই লেখা পড়ে অনেকে অনেক বাস্তব জীবনে আসতে চায় বা চলেছে। এর মাঝে যদি হঠাৎ করে কেউ আল্লা বিল্লা করে উঠে তখন ঐ প্রগতি পাড়ের যাত্রীরা সেই সারাজীবনে দেখে আসা অন্ধত্বটার দিকে পুনঃ ধাবিত হবে। সংশয়ে ভুগবে। কেননা সে সেই ভাবেই দেখে বড় হওয়া। তার কাছে আধুনিকতা মানবতা হবে দুই দোলার দোলাচল। তাই আমি মনে করি— আমাদের প্রতি পক্ষের আল্লা বিল্লা পার্টির সমালোচনার উত্তর দিয়ে, যুক্তি খন্ডন করে বাঁচিয়ে না রেখে তাদের দেখলেই ঝাটা পেটা করে আমাদের পাশ থেকে দূর করতে পারলেই মঙ্গল। কারণ তাদের এক লাইন লেখায় যত বিষ ছড়াবে পৃথিবীতে তা আমাদের একমাসের লেখা লাগবে সেই বিষের উপসম ঘটাতে। কেন ? নেশা খারাপ সবাই জানি। তবুও আমরা একটু নেশার দিকে ধাবিত হই। একটু পরখ করি। আর করতে করতে একদিন নেশাখোর হই।

জানিনা কি লিখেছি। তবে কারো কারো চিন্তার খোরাক হলে ক্ষতি কি। আমি জানি খুব কম। আমার ক্ষুদ্র মাথায় যা ধরেছে তাই লিখেছি।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক, শান্তিতে থাকুক।

২৩/১১/২০০৩